সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৩৭
WEEKLY BOOKLET:237

ফয়যানে ইমাম শাফেয়ী رحمۃ اللہ علیہ

- সুন্দর আচরণের উত্তম দৃষ্টান্ত
- ইমাম শাফেয়ী رحمۃ اللہ علیہ এর দাঁড়ি মোবারক
- কাপড়ের টুকরার মধ্যে ইলমের বিষয়গুলো
- বান্দা মোটা কেন হয়?

আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিস
দা'ওয়াতে ইসলামী
Islamic Research Center

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الۡمُرۡسَلِيۡنَ ط

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ط

ফয়যানে ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে কেউ এই পুস্তিকা **"ফয়যানে ইমাম শাফেয়ী** رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ" পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে ইলমে দ্বীনের স্থায়ী সম্পদ দ্বারা ধন্য করে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি সকল মুসলমানের জন্য এটা পছন্দ করি যে, সে যেন **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর অধিকহারে দরূদে পাক পাঠ করে।

(তাবকাতুল কুবরা লিশ শারানী, ১/৭৪ পৃষ্ঠা)

বেইটতে উঠতে জাগতে সুতে হো ইলাহী মেরা শিয়ার দুরূদ।
দিল মে জলওয়ে বসে হুয়ে তেরে লব ছে জারী হো বার বার দুরূদ।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সুন্দর আচরণের উত্তম দৃষ্টান্ত

বর্ণিত রয়েছে; একবার ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কোন এক দর্জির দ্বারা পোশাক (Long Shirt) সেলাই করালেন। দর্জি তাঁর শান ও মর্যাদা সম্পর্কে অবগত ছিলো না। সে মজা করে ডান হাতের আস্তিন (Right sleeve) এতই ছোট করে দিলো যে, তাতে তাঁর হাত অনেক কষ্টে প্রবেশ করাতে হয় এবং বাম (Left) হাতের আস্তিন এতই বড় করে দিলো যে, তাতে মাথাও প্রবেশ করানো যাবে। ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খিদমতে যখন পোশাকটি নিয়ে আসা হলো তখন তিনি বললেন: **আল্লাহ পাক** তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক! ছোট আস্তিন অযুর ক্ষেত্রে উপরে তোলার ক্ষেত্রে ভালো এবং খোলা আস্তিন কিতাব রাখার ক্ষেত্রে উপযোগী। এরই মধ্যে সে সময়ের খলিফার বার্তাবাহক (Messenger) দশ হাজার দিরহাম নিয়ে ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খিদমতে উপস্থিত হলো। তিনি তাকে বললেন: এই দর্জিকে কাপড় সেলাইয়ের পারিশ্রমিক দিয়ে দাও। যখন দর্জি বার্তাবাহককে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো তখন সে বলল: এই বুযুর্গ হলেন ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ। এটা শুনতেই সে ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর পিছনে চলে গেলো আর কদম

www.dawateislami.net

মোবারক চুম্বন করে ক্ষমা চাইলো, এরপর থেকে তাঁর বরকতময় খিদমতেই থাকতে লাগল এবং ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ভালবাসা পোষণকারীদের কাতারের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলো। (আর রওযুল ফায়িক, ২০৮ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা আমাদের বুযুর্গগণের কেমন উত্তম চরিত্র দেখেছেন? যদিওবা বিষয়টি রাগান্বিত করার মতো ছিলো কিন্তু প্রতিশোধ না নেয়ার আগ্রহ সম্পন্ন ইলম ও হিকমতের ইমাম, হযরত ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শানের প্রতি কুরবান! তিনি না শুধুমাত্র দর্জিকে ক্ষমা করে দিয়েছেন বরং তাকে পারিশ্রমিক দিয়ে ধন্য করে দেন।

সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা

কোটি কোটি শাফেয়ীদের ইমাম, দ্বিতীয় হিজরীর মহান তাবে তাবেয়ী বুযুর্গ, হযরত ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মোবারক নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবু আব্দুল্লাহ এবং

www.dawateislami.net

পিতার নাম ইদ্রিস ছিলো। ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর একটি উপাধি নাসিরুল হাদীসও ছিলো। তিনি রাত জেগে ইবাদতকারী, দুনিয়ার স্বাদ সমূহ থেকে দূরত্ব অবলম্বনকারী, নেকীর দাওয়াত প্রদান এবং মন্দ কার্যাদি থেকে নিষেধ কারী ছিলেন। তাঁর বংশ পরম্পরা **আল্লাহ পাকের প্রিয় আখেরী নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে গিয়ে সংযুক্ত হয়েছে। "ইমাম আবু নুয়াইম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আসফাহানী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: সম্মান ও উচ্চ মর্যাদার অবস্থান হলো, একজন মুসলমানের বংশীয় সম্পর্ক সকল সৃষ্টিকুল থেকে উত্তম ব্যক্তিত্ব **হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে গিয়ে সম্পৃক্ত হওয়া।"

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৯/৭৫, হাদীস নং: ১৩১৬৩। তারিখে বাগদাদ, ২/৬৬, হাদীস নং: ৪৫৪)

সম্মানীত আম্মাজানের স্বপ্ন

হযরত ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্মের পূর্বে তাঁর আম্মাজান স্বপ্ন দেখলো; বৃহস্পতি গ্রহ (Jupiter) আমার শরীর থেকে আলাদা হয়ে মিসরে গিয়ে পড়ল এরপর ওখান থেকে প্রত্যেকটি শহরে সেটার আলো ছড়িয়ে গেলো। স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারীগণ বর্ণনা করেন যে আপনার (গর্ভ) থেকে এমন একটি আলিম জন্ম নিবে, যার কাছ থেকে বিশেষ করে

মিসরের লোকেরা ফয়েয লাভ করবে এরপর তাদের থেকে অন্যান্য শহরবাসীগণ। (তারিখে বাগদাদ, ২/৫৭, হাদীস নং: ৪৫৪)

সৌভাগ্যময় জন্ম

কোটি কোটি হানাফিদের মহান ইমাম, ইমামে আযম আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ওফাত শরীফের দিন হযরত ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ১৫০ হিজরীতে ফিলিস্তিনের গাযা বা আসকালান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বয়স যখন দুই বছর হলো তখন তাঁর সম্মানীত পিতা দুনিয়া থেকে বিদায় নেন এরপর ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর আম্মাজান তাঁকে নিয়ে মক্কা শরীফে হাজির হন। মক্কা শরীফেই তিনি লালিত-পালিত হন ও ইলমে দ্বীন অর্জন করেন। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৯/৭৬, নং: ১৩১৬৬-১৩১৬৭। সিয়রে এলামুন নুবালা, ৮/৩৮০, হাদীস নং: ১৫৩৯)

পংক্তির তালাশ ছেড়ে দিয়ে ইলমে দ্বীন অর্জন

হযরত ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি ছোট বেলায় পংক্তি তালাশ করে করে লিখতাম, একদিন আমি মক্কা শরীফে বা মক্কার শরীফের এক দিকে যাচ্ছিলাম হঠাৎ আমি কারো ডাক শুনলাম: "হে মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস! তুমি ইলমে দ্বীন অর্জন করো।" আমি মুখ ফিরিয়ে দেখলাম; কাউকে

www.dawateislami.net

দেখতে পেলাম না অতঃপর আমি ইলমে দ্বীন অর্জন করা শুরু করে দিলাম এবং আমি পুরাতন কাপড়ের টুকরার মধ্যে ইলমের বিষয়গুলো লিখে পাত্রের (Clay pot) মধ্যে রেখে দিতাম এই শেষ পর্যন্ত সেটা ভরে গেলো। আমি এতিম ছিলাম আর আমার আম্মাজানের কাছে আমার লেখা-পড়ার খরচের জন্য কিছুই ছিলো না। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৯/৮৩, হাদীস নং: ১৩১৯১)**

ইলমে দ্বীনের প্রতি প্রবল আগ্রহ

ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বর্ণনা: মায়ের কাছে শিক্ষককে (Teacher) কে দেয়ার জন্য কিছু ছিলো না, অবশ্যই শিক্ষক এই কথায় রাজি হয়েগেলেন যে, তার যাওয়ার পর আমি মাদ্‌রাসার পরিচালকের দায়িত্ব পালন করব। আমি সাত বছর বয়সে কুরআনে পাক মুখস্থ করে নিয়েছি আর তখন থেকে মসজিদে যেতে লাগলাম এবং ওলামায়ে কেরামের নিকট বসে হাদীস ও (দ্বীনি) মাসআলা শিখা আরম্ভ করে দিলাম। মক্কা শরীফে আমাদের বাড়ি খাইফ নামক উপত্যকায় ছিলো। আমি কোন চকচকে হাড় দেখলে সেটার উপর হাদীস ও মাসআলা লিখে নিতাম, যখন ঐ হাড় পূর্ণ হয়ে যেতো তখন আমি সেটাকে একটি পুরাতন কলসিতে রেখে দিতাম। **আল্লাহ পাক** তাঁর জন্য ইলমের

www.dawateislami.net

দরজা খুলে দিয়েছেন এক পর্যায়ে হযরত মুসলিম বিন খালিদ যানজী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁকে ফতোওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে বলেন: আবু আব্দুল্লাহ! তুমি ফতোওয়া প্রদান করো, এখন তোমার ফতোওয়া দেয়ার সময় এসেগেছে। অথচ ঐসময় ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বয়স ছিলো ১৫ বছর। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৯/৮২, নং: ১৩১৮৬। কিবাবুছ ছিকাত লি ইবনে হাব্বান, ৫/৪০৬, নং: ২৯৯৭। সিয়রে এলামুন নুবালা, ৮/৩৮০, নং: ১৫৩৯)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যবানে ইমাম শাফেয়ীর মর্যাদা

আল্লাহ পাকের প্রিয় সর্বশেষ নবী, রাসূলে আরবী صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন: কুরাইশদেরকে গালি দিও না, নিশ্চয় তাঁদের আলিম জমিনকে জ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবে। ইমাম আবু বকর হোসাইন বিন বায়হাকী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমাদের ওলামায়ে কেরামগণের একটি দল বলেন: এখানে যেই আলিমের কথা বলা হয়েছে, এরদ্বারা উদ্দেশ্য হলো; হযরত ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আর এই বর্ণনাটি ইমাম আহমদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হতে বর্ণিত। (মা'রিফাতুন সুনান ওয়াল আছার, ১/২০৭)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

৪০ বছর ধরে দোয়া

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: ৬জন ব্যক্তিত্ব এমন রয়েছেন, যাদের জন্য আমি সেহরীর সময় দোয়া করে থাকি, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন, ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ। (তারিখে বাগদাদ, ২/৬৪, হাদীস নং: ৪৫৪) হযরত ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ কত্তান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি (৪০ বছর ধরে নামাযের পর) বিশেষ করে ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর জন্য দোয়া করছি (তাবকাতুল শাফিয়িয়্যাহ লিল কুবরা, ১/২৪৯) আর "হযরত আবু বকর বিন খাল্লাদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি প্রত্যেক নামাযের পর ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর জন্য দোয়া করি।" (সিয়রে এলামুন নুবালা, ৮/৩৮৩, নং: ১৫৩৯) আইয়ুব বিন সুওয়াইদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি কল্পনাও করিনা যে, ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর পর তাঁর মতো আর কাউকে দেখব। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৯/১০১, হাদীস নং: ১৩২১৯) মামুনুর রশিদ বলেন: আমি ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কাছ থেকে সব ধরণের পরীক্ষা নিয়েছি কিন্তু আমি তাঁকে প্রত্যেক পরীক্ষায় সফল পেয়েছি।" (সিয়রে এলামুন নুবালা, ৮/৩৮২, হাদীস নং: ১৫৩৯)

www.dawateislami.net

আলিমে মদীনা ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খিদমতে উপসস্থিত হওয়া

হযরত ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর চাচার সাথে মক্কা শরীফ থেকে ইয়ামেন শরীফ গেলেন। যখন পূনরায় ফিরে আসলেন তখন প্রথম প্রথম হযরত মুসলিম বিন খালিদ যানজী ও হযরত সুফিয়ান বিন উয়াইনা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمَا নিকট পড়তে থাকেন অতঃপর তিনি ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খিদমতে যাওয়ার পূর্বে (তার হাদীসের কিতাব) "মুয়াত্তা ইমাম মালেক" দশ বছর বয়সে মুখস্থ করে নেন, তিনি বলেন: যখন আমার বয়স ১২ বছর হলো তখন আমি ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খিদমতে হাজির হলাম যে, তাকে "মুয়াত্তা" শুনাবো, ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আমাকে ছোট মনে করে বললেন: কাউকে দেখ যে তোমার সাথে পড়বে। আমি আরজ করলাম: হুযুর! যদি আপনার আমার পড়া ভালো লাগে তাহলে আমার কাছ থেকেই শুনে নিন আর না হয় আমি অন্য কাউকে নিয়ে আসব। বললেন: পড়ো। আমি তাঁর সামনে পড়তে রইলাম এই পর্যন্ত যে "কিতাবুস সের" পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন: বৎস! এটাকে সংরক্ষণ করো আর এখন ইলমে ফিকাহ অর্জন করো ও সেটাতে মশগুল থাকো। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৯/৭৮,৭৯,৮৩)**

www.dawateislami.net

মুজতাহিদ কাকে বলে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইসলামের মধ্যে ১০০জন অথবা এরচেয়ে বেশি মুজতাহিদ হয়েছে, যাদের মধ্যে এতো পরিমাণ ইলমী ক্ষমতা এবং যোগ্যতা থাকে যার দ্বারা কুরআনে পাকের ইশারা ও সংকেতকে বুঝতে পারে এবং কালামের উদ্দেশ্য বুঝতে পারে এবং মাসআলা বের করতে পারে, নাসেখ ও মানসুখ সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান রাখে। ইলমে সরফ ও নাহু, বালাগাত ইত্যাদি বিষয়ে পুরোপুরি পারদর্শি, আহকামের সকল আয়াত এবং হাদীসের উপর তাঁদের দৃষ্টি থাকে। **(আলা হযরতের নিকট প্রশ্নোত্তর, ৪৪ পৃষ্ঠা)**

হযরত ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মুজতাহিদে মুতলাক ও ফিকহী শাফেয়ীর প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর অনুসারীদের শাফেয়ী বলা হয়। পৃথিবীতে হানাফিদের পর সবচেয়ে বেশি সংখ্যা হলো শাফেয়ীদের। **আল্লাহ পাক** ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে অনেক গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন। সহীহুল আকিদা হানাফি হোক বা শাফেয়ী, মালেকী হোক বা হাম্বলী সকলেই পরস্পর ভাই ভাই। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه! এদের পরস্পরের মধ্যে কোন বৈষম্যতা (Racism) নেই এবং বর্ণবাদ থাকবেই বা কিভাবে কেননা যখন চার আয়িম্মায়ে মুজতাহিদদের মধ্যে বৈষম্য ছিলো না

www.dawateislami.net

তো তাঁদের অনুসরণকারীগণ কিভাবে বৈষম্যতা পোষণ করবে সুতরাং বিশ্বজুড়ে যেখানেও হোক না কেন শাফেয়ী, মালেকী বা হাম্বলী সহীহ আকিদা সম্পন্ন হবে সে আমাদের ইসলামী ভাই। **আল্লাহ পাক!** আমাদের এই চার বুযুর্গানে দ্বীনগণের رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِمۡ ফয়েয দান করুক।

মালেকী হো হাম্বলী হো হানাফী হো ইয়া শাফেয়ী
মত তাউসসুব রাখনা অর না উন ছে দুষমণি।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৯৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

ইমাম মালেকের পক্ষ থেকে ইমাম শাফেয়ীকে উপহার

ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: আমি মদীনা শরীফে ইমাম মালেক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর দরজায় খোরাসান বা মিসরের ঘোড়া বাঁধা দেখলাম যেগুলো তাঁকে উপহার (Gift) স্বরুপ দেয়া হয়েছিল, এমন উন্নতমানের ঘোড়া আমি পূর্বে কখনো দেখিনি। সুতরাং আমি আরজ করলাম: এই ঘোড়াগুলো কতই না সুন্দর!" তিনি বললেন:"আমি এসবগুলো আপনাকে উপহার দিলাম।" আমি আরজ করলাম: "একটি ঘোড়া আপনার নিজের জন্য হলেও তো রেখে দিন। বললেন:

www.dawateislami.net

"আমার **আল্লাহ পাকের** নিকট লজ্জাবোধ হয়, ঐ পবিত্র যমিনের উপর নিজের ঘোড়ার পায়ের তালুতে পদদলিত করবো যেই যমিনে তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিদ্যমান রয়েছেন অর্থাৎ তাঁর রওজায়ে আনওয়ার রয়েছে।"

(ইহয়াউল উলুম, ১/৪৮। আর রওযুল ফায়িক, ২১৭ পৃষ্ঠা)

হ্যাঁ হ্যাঁ রাহে মদীনা হে গাফিল যরা তু জাগ,
আও পাও রাখনে ওয়ালে ইয়ে জা চশম ও সর কি হে।

(হিদায়িকে বখশিশ, ২১৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মদীনা শরীফে খালি পায়ে থাকা আশিকগণের পদ্ধতি

হে আশিকানে রাসূল! আশিকগণের চিন্তাধারা একটু আলাদা হয়ে থাকে, মাহবুবের সাথে সম্পর্কিত প্রত্যেক জিনিসের প্রতি ভালবাসা থাকে। ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এমন বুযুর্গ, যাকে আলিমে মদীনা বলা হতো মদীনা শরীফে খালি পায়ে থাকতেন। এক তো ঐটা বরকতময় যুগ ছিলো। আর বর্তমান সময়ে কিছু লোক মদীনা শরীফে খালি পায়ে থাকার ব্যাপারে শয়তানী কুমন্ত্রণার স্বীকার হয়ে থাকে, মনে রাখবেন! ঐ কাজ যেটা ইসলামী শরীয়াত নিষেধ করে না সেটা জায়িয এবং জায়িয কাজের প্রতি মুসলমান কর্তৃক

উপহাসের পাত্র বানানো কঠোর গুনাহের কাজ। আমাদের চক্ষু নিজের বুযুর্গগণের উপর বন্ধ اِنۡ شَآءَ الله **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে শয়তানী যেকোন কুমন্ত্রণা দানকারী কথার মধ্যে ফেলবেন না কেননা আমরা ইশকের বান্দা কেন কথা বাড়াবো।

ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ এর তিনটি ঘটনা

(১) একহাজার স্বর্ণ মুদ্রা বন্টন করে দিলেন

একবার খলিফা হারূনুর রশিদের নির্দেশে ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে একহাজার দিনার দেয়া হলো তখন তিনি গ্রহণ করে নিলেন। খলিফা তাঁর খাদিম সিরাজকে বললেন: তার পিছনে পিছনে যাও দেখো আর সে কি করে। খাদিম পিছনে পিছনে গেলো সে দেখল; ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর ঘরে আসার পথে হাতের মুষ্টি ভরে ঐ দিনার (Dinar) বন্টন করতে রইলেন এক পর্যায়ে ঘরের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন তখন শুধুমাত্র এক মুষ্টি বাকী ছিলো, সেটাও তিনি তাঁর খাদিমকে দেয়ার সময় বললেন: এগুলো দিয়ে উপকৃত হও। সিরাজ নিজের চোখে দেখা ঘটনা হারূনুর রশিদকে এসে বলল তখন তিনি বললেন: এইজন্যই তাঁর অন্তর অমুখাপেক্ষী ও পিঠ মজবুত। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৯/১৩৯, হাদীস নং: ১৩৪১০)**

www.dawateislami.net

(২) পঞ্চাশ হাজার দিনার

একবার হযরত ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট খলিফার প্রতিনিধি আসল ও খলিফা হারূনুর রশিদের পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছিয়ে দিয়ে বলল: খলিফা আপনার জন্য ৫০ হাজার দিনার দেয়ার জন্য বলেছেন। সুতরাং ঐ সম্পদ আপনার কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়েছে, তিনি নাপিত (Barber) কে ডাকলেন যখন সে তাঁর চুল কাটল তখন তিনি তাঁকে ৫০ দিনার দিয়ে দিলেন, এরপর কাপড়ের টুকরোর মধ্যে দিনারগুলো পুটলি (Small bags) বানালেন এবং যতো সংখ্যক কুরাইশী ওখানে ছিলো এবং যারা মক্কা শরীফে ছিলো তাঁদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন এক পর্যায়ে তিনি যখন ঘরে পৌঁছলেন তখন তাঁর নিকট ১০০ দিনারের চেয়ে কম ছিলো।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৯/১৪০, হাদীস নং: ১৩৪১৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দানশীলতা অনেক বড় একটি গুণ, **আল্লাহ পাক**! আমাদেরকেও আমাদের ভাইদের জন্য ভালো ভালো নিয়্যত সহকারে সম্পদ ব্যয় করার তাওফিক দান করুক। **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য **আল্লাহ**র রাস্তায় ব্যয়কৃত সম্পদে পরকালে সাওয়াব পাওয়ার পাশাপাশি দানশীল মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তি দুনিয়াতেও সম্মান পেয়ে

www.dawateislami.net

থাকে এবং লোকজনের অন্তরে তার ভালবাসা বৃদ্ধি পায় পক্ষান্তরে ছোট মনের অধিকারী কৃপণ লোক আখিরাতের পাশাপাশি দুনিয়ার লোকজনের দৃষ্টিতেও অপদস্ত হয়ে থাকে। অবশ্যই শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত দুনিয়াতেও কারো কাছ থেকে চাওয়া উচিত নয় কেননা চাওয়াটা যদিওবা স্বল্প দামেরই হয়ে থাকে কিন্তু এটা অন্যের দৃষ্টিতে নিজের সম্মানটা কমিয়ে দেয়। ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ শুধুমাত্র দানশীল ছিলেন না বরং **আল্লাহ পাকের** উপর ভরসা কারী ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁর মোবারক আংটিতে এটা লিখা ছিল: كَفٰى بِاللهِ ثِقَّةً لِمُحَمَّدِ بْنِ اِدْرِيْسَ অর্থাৎ মুহাম্মদ বিন ইদ্রিসের জন্য **আল্লাহ পাকের** উপর ভরসা করাটাই যথেষ্ট।

(তাবকাতু লিশ শারানী, ১/৭৪)

(৩) ছাত্রদের সাথে উত্তম আচরণ

আবু ছাওর رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নিজে দানশীল মনোভাবের লোক হওয়ার কারণে অনেক কম জিনিসই নিজের কাছে বাঁচিয়ে রাখতেন। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৯/১৪১, হাদীস নং: ১৩৪১৮)** ইমাম মুযানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এরচেয়ে অধিক দানশীল কাউকে দেখিনি, ঈদের রাতে একটি মাসআলার ব্যাপারে আলোচনা করার

www.dawateislami.net

জন্য আমি তাঁর সাথে মসজিদ থেকে বের হলাম, আমরা তাঁর দরজায় পৌঁছলাম তখন এক গোলাম আসল আর তাঁকে বললেন: আমার মুনিব আপনাকে সালাম জানিয়েছেন আর এই টাকার থলে আপনার জন্য দিয়েছেন। তিনি ঐ থলে নিয়ে নিজের আস্তিনে রেখে দিলেন, এরই মধ্যে তাঁর এক ভক্ত আসল ও আরজ করল: হে আবু আব্দুল্লাহ! এখনই আমার ঘরে আমার বাচ্চার জন্ম হয়েছে আর আমার কাছে কিছুই নেই। তিনি ঐ থলেটি তাঁকে দিয়ে দিলেন আর নিজে খালি হাতে ঘরে চলে গেলেন। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৯/১৪০, হাদীস নং: ১৩৪১৫) হযরত রবি বিন সুলাইমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি বিবাহ করলাম তখন ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: মোহর কতো টাকা ধার্য করেছ? আমি আরজ করলাম: ৩০ দিনার। বললেন: কতো আদায় করেছ? আরজ করলাম: ছয় দিনার। তখন ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের ঘরে গেলেন এবং আমার জন্য একটি থলে পাঠালেন যেটাতে ২৪ দিনার ছিলো। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৯/১৪০, হাদীস নং: ১৩৪১৪)

দুইটি বিষয়ে আগ্রহ

হযরত ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: দুইটি বিষয়ে আমার খুবই আগ্রহ ছিলো: (১) ধনুবিদ্যা (তীর নিক্ষেপ করার

www.dawateislami.net

পদ্ধতি) ও (২) জ্ঞান অর্জন করা। আমি তীর নিক্ষেপের বিষয়ে এতই পারদর্শিতা অর্জন করেছি: দশটি তীর চালাতাম তো দশটি বরাবর নিশানায় লেগে যেতো। বর্ণনাকারী বলেন: জ্ঞানের ব্যাপারে তিনি চুপ রইলেন তখন আমি বললাম: **আল্লাহ পাকের** শপথ! ইলম অর্জনে তো আপনি ধনুবিদ্যার চেয়েও বেশি আগ্রহী। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৯/৮৬, হাদীস নং: ১৩১৯৬)**

ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দাঁড়ি মোবারক

ইমাম মুযনী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর চেয়ে অধিক সুন্দর কাউকে দেখিনি। তাঁর চেহারা (Cheek) মোবারক হালকা-পাতলা প্রকৃতির ছিলো এবং তাঁর দাঁড়ি মোবারক এক মুষ্টি ছিলো। যখন দাঁড়ি মোবারকের উপর হাত রাখতেন তখন এক মুষ্টির (One fist) চেয়ে বেশি হতো না, দাঁড়ি মোবারকের উপর মেহেদী লাগাতেন এবং সুগন্ধি খুবই পছন্দ করতেন।

(সিয়রে এলামুন নুবালা, ৮/৩৭৯, নং: ৪১৫)

মসজিদে হারামে দ্বীনি মাসাআলা বর্ণনা করার জন্য দ্বীনি মজলিস

হে আশিকানে রাসূল! মক্কা শরীফ মসজিদে হারামে ফতোওয়ার মজলিসে সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আব্দুল্লাহ বিন

www.dawateislami.net

আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর নিকট ছিলাম, তাঁর পরে মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত আতা বিন আবি রাবাহ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই মজলিস চালাতেন, এরপর হযরত আব্দুল মালেক বিন আব্দুল আযিয বিন জুরাইজ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ফতোওয়া দিতে থাকেন, তাঁর পর এই মজলিস হযরত মুসলিম বিন খালিদ যানজী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট সোপর্দ হলো, এরপর এই স্থানে আশীন হলেন হযরত সাঈদ বিন সালিম কাদ্দাহ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এরপর হযরত ইমাম মুহাম্মদ শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাশরিফ আনেন যখন তিনি ঐসময় যুবক ছিলেন। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৯/১০০, হাদীস নং: ১৩২১৬)

সুস্থতার জন্য দোয়া করুন

একবার হযরত ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ খুব বেশি অসুস্থ হয়ে গেলেন আর এই দোয়া করতেন: **"হে আল্লাহ পাক!** যদি এই রোগে তুমি সন্তুষ্ট থাক তাহলে এটা আরও বাড়িয়ে দাও। তখন শহরের আশপাশ থেকে হযরত ইদ্রিস বিন ইয়াহইয়া মাআফিরি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁকে একটি চিঠি পাঠালেন: "হে আবু আব্দুল্লাহ! আমাদের জন্য উত্তম হলো, আমরা যেন **আল্লাহ পাকের** নিকট সুস্থতার জন্য দোয়া করি।" এরপর হযরত ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নিজের কথা, ফিরিয়ে নিয়ে আরজ করলেন: "আমি **আল্লাহ পাকের** নিকট

www.dawateislami.net

ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর দরবারে তাওবা করছি। এরপর এই দোয়া করলেন: اَللّٰهُمَّ اجۡعَلۡ خَيۡرَتِيۡ فِيۡمَا اُحِبُّ অর্থাৎ **হে আল্লাহ পাক!** আমার জন্য কল্যাণ ঐসব জিনিসের মধ্যে রেখে দাও, যেগুলো আমি পছন্দ করি। (কু'তুল কুলুব, ১/২৭০)

ওস্তাদও ছাত্রের দিকে পাঠাতেন

ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নাতি আহমদ বিন মুহাম্মদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি আমার সম্মানীত পিতা ও চাচাজানের কাছ থেকে শুনেছি; যখন হযরত সুফিয়ান বিন উয়াইনা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কাছ থেকে তাফসির এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হতো তখন তিনি ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দিকে মনোযোগী হয়ে বলতেন: এই বিষয়টি তাঁর কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করুন।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৯/৯৮, হাদীস নং: ১৩২০৭)

ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মুহাম্মদের খিদমতে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ফিকহে হানাফির মহান ইমাম, ইমামে আযমের শাগরিদ ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান শায়বানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ইমাম শাফেয়ী এর শিক্ষকগণের অন্তর্ভূক্ত। যখন ইমাম শাফেয়ী ইরাক তাশরিফ আনলেন

www.dawateislami.net

তখন ইমামে আযমের সমপর্যায়ের শাগরিদ হযরত ইমাম আবু ইউসুফ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ইন্তেকাল হয়ে গিয়েছিল। (তারিখে বাগদাদ, ২/৫৫, নং: ৪৫৪। সিয়রে এলামুন নুবালা, ৮/৩৯৭, হাদীস নং: ১৫৩৯) ইমাম মুহাম্মদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হযরত ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সম্মানীত বিধমা আম্মাকে বিবাহ করে নিয়েছিলেন এবং ইমাম শাফেয়ীকে নিজের সকল সম্পদ এবং কিতাবখানা (Library) দিয়ে দিয়েছিলেন। ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ফকিয়্যাহ ও মুজতাহিদ হওয়ার সবচেয়ে বড় আসল কারণ হলো এটাই। স্বয়ং ইমাম শাফেয়ী বলেন: যে ব্যক্তি ইলমে ফিকাহ অর্জন করতে চাই তার উচিত হযরত ইমামে আযম আবু হানিফা ও তাঁর ওস্তাদগণ ও শীর্ষগণের (رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام) আচল ধরে রাখা কেননা মৌলিক বিষয়াবলী তাদের উপর খুলে দেয়া হয়েছে এবং অর্থ, সারাংশ পর্যন্ত তাদের জন্য (সহজ) করে দেয়া হয়েছে অতঃপর বললেন: **আল্লাহ পাকের** শপথ! আমি কখনো ফকিহ (অর্থাৎ আলিম) হতাম না যদি মুহাম্মদ বিন হাসান শায়বানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর আঁচল ধরতাম এবং এদের কিতাব আমার কাছে না থাকত। (বাহারে শরীয়াত, ৩/১০৪০ পৃষ্ঠা, অংশ: ১৯) হযরত রবি' বিন সুলায়মান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি হযরত ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে বলতে শুনেছি; আমি ইমাম মুহাম্মদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সৌভাগ্যবান উটের বোঝা পরিমাণ

জ্ঞান অর্জন করেছি এবং এসব কথা আমি স্বয়ং নিজে শুনেছি। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৯/৮৬, হাদীস নং: ১৩১৯৮) এক জায়গায় ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: ফিকাহের মধ্যে আমার উপর যার সবচেয়ে বেশি দয়া (Favour) তিনি হলেন ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান শায়বানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ। (তারিখে বাগদাদ, ২/৫৯৩ পৃষ্ঠা)

বান্দা মোটা কেন হয়?

ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: ইমাম মুহাম্মদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ব্যতীত কোন মোটা ব্যক্তি সফল হয়নি। জিজ্ঞাসা করা হলো: কেন? বললেন: এইজন্য যে বিবেকবান মানুষের মাঝে দুইটি থেকে একটি স্বভাব অবশ্যই থাকে হয়তো সে পরকালের জন্য চিন্তিত থাকে বা নিজের দুনিয়ার জন্য আর চিন্তার সাথে কখনো চর্বি বৃদ্ধি পায়না, সুতরাং যখন বান্দা এই দুই চিন্তা থেকে শূন্য থাকে তখন সে পশুদের কাতারে চলে যায় আর চর্বি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৯/১৫৫, হাদীস নং: ১৩৪৯৫)

বহুত খানে পিনে ছে পরহেয করনা,
কেহ্ বিসয়ার খোরী মে নুকসান বড়া হে।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

ইমাম শাফেয়ীর ইমাম আযমের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা

ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ইমামে আযম, আবু হানিফা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দরবারে আদব ও ভক্তির অবস্থা এমন ছিলো যে, তিনি বলেন: আমি হযরত ইমামে আযম আবু হানিফা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কাছ থেকে বরকত লাভ করি এবং তাঁর মাজার শরীফে হাজিরি দিয়ে থাকি আর যখন আমার কোন প্রয়োজন সামনে আসে আমি দুই রাকাত নফল নামায আদায় করি এবং তাঁর মাজারে এসে নিজের প্রয়োজনের জন্য **আল্লাহ পাকের** নিকট দোয়া করি তখন আমার প্রয়োজন দ্রুত পূরণ হয়ে যায়। আর নির্ভরযোগ্য বর্ণনা হলো; হযরত ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ফযরের নামায ইমাম আযম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মাযার শরীফে আদায় করেন তো তাতে দোয়ায়ে কুনূত পড়তেন না। অথচ শাফেয়ীদের ওখানে ফযরের নামাযের মধ্যে দোয়ায়ে কুনূত পড়া হয় কেউ তাঁর কাছে প্রশ্ন করলেন: হুযুর! এটা কি করলেন? আপনি ফযরের নামাযে কুনূত পড়েননি। তিনি উত্তরে বললেন: এটা হলো, সাহিবে মাযারের (অর্থাৎ ইমাম আযম আবু হানিফা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ) এর প্রতি আদব ও সম্মান। **(বাহারে শরীয়াত, ৩/১০৪৬, অংশ: ১৯)**

www.dawateislami.net

হে নাম নু'মান ইবনে সাবিত, আবু হানিফা হে উন কি কুনিয়াত,
পুকারতা হে ইয়ে কেহে কে আলাম, ইমামে আযম আবু হানিফা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আউলিয়াগণের মাযারের বরকত

হে আশিকানে আউলিয়া! এটা থেকে আসলে এটাও বুঝা গেলো, আউলিয়ায়ে কেরামগণের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام মাযার শরীফ সমূহে হাযিরী দেয়া **আল্লাহ পাকের** নেককার বান্দাদের পুরাতন পদ্ধতি প্রচলন হয়ে আসছে। যেসব লোক অকারণে আউলিয়ায়ে কেরামগণের মাযারে হাজিরী দেয়া থেকে নিষেধ করে তারা ভুল ধারনার মধ্যে রয়েছে, তাদের উচিত যে শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থেকে স্বয়ং নিজে মাযার মোবারকে হাযিরি দেয়া এবং আশিকানে রাসূলকেও যেন বাধা না দেয়। অবশ্য যদি মাযার শরীফে কোন শরয়ী বহির্ভূত কাজ হয় বা পর্দাহীনতা হয় তাহলে সেটাকে অন্তরে অবশ্যই মন্দ জানবে কিন্তু একারনে নিজে নিজেকে হাজিরি দেয়া থেকে বঞ্চিত রাখা কঠোর অজ্ঞতা। নাকের উপর মাছি বসে তো মাছি তাড়িয়ে দেয়া উচিত বান্দা নিজের নাকটা কেটে দেয়া উচিত না।

ইসলামের প্রথম খলিফা

হযরত ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর খিলাফতের বিষয়ে জনগণ একমত হলো, অতঃপর তিনি হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে খলিফা বানালেন অন্যদিকে তিনি ছয়জন ব্যক্তিকে শূরা বানালেন যেন নিজেদের মধ্য থেকে কাউকে খলিফা নিযুক্ত করে তখন শূরাগণ খিলাফত হযরত ওসমান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে সোপর্দ করে দিলেন। কারণ এটা ছিলো; **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরপরে জনগণের মধ্যে বড়ই অস্থিরতা ছিলো এবং তাদের দৃষ্টিকোণে আসমানের নিচে হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এরচেয়ে উত্তম কাউকে পেলেন না তখন তাঁকেই তারা খলিফা মনোনীত করল। (হিলয়াতুল আউলিয়াম ৯/১২২, হাদীস নং: ১৩৩২৪)

হযরত রবি’ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে এটা বলতে শুনেছি; **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরপর মানুষদের মধ্যে সর্বোত্তম হযরত আবু বকর এরপর হযরত ওমর এরপর হযরত ওসমান এবং এরপর হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৯/১২২, হাদীস নং: ১৩৩২৪)

ছায়ায়ে মুস্তফা মায়ায়ে ইস্তফা
ইযযা ও নাযে খিলাফত পে লাখো সালাম

অর্থাৎ ঐ উত্তম ব্যক্তি রাসূলদের পর, হিজরতের দুজনের একজন হওয়ার প্রতি লাখো সালাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য দোয়া

হযরত হাসান কারাবেসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে অনেক রাত অতিবাহিত করেছি। তিনি রাতের প্রায় এক তৃতীয়াংশ সময় নামায পড়তেন ও আমি তাঁকে ৫০ এর চেয়ে বেশি আয়াত পড়তে দেখিনি, যদি বেশি পড়তেন তাহলে ১০০ আয়াত পড়ে নিতেন এবং যখন কোন রহমত ওয়ালা আয়াতে মোবারকায় পৌঁছতেন তখন **আল্লাহ পাকের** দরবারে নিজের জন্য ও সকল মুসলমানদের জন্য দোয়া করতেন আর যখনই কোন আযাব (সম্বলিত) আয়াত পড়তেন তখন ঐটা থেকে আশ্রয় চাইতেন এরপর নিজের ও সকল মুসলমানদের জন্য এটা থেকে হেফাযতের দোয়া করতেন।

(মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার, ১/১৯৬)

খোদাভীতিতে বেহুশ হয়ে গেলেন

ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সামনে একবার সুমধূর কণ্ঠে এই আয়াতে মোবারকা তিলাওয়াত করা হলো:

هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿۳۵﴾
وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ﴿۳۶﴾
(পারা ২৯, সূরা মুরসালাত, আয়াত ৩৫,৩৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এটা এমন দিন যে, তারা না কথা বলতে পারবে এবং না তারা অনুমতি পাবে আপত্তি পেশ করার।

তখন তার রং পরিবর্তন হয়েগেলো, লোম শিউরে উঠল এবং শরীর মোবারকের বিভিন্ন জোড়া কম্পন করতে লাগল এবং তিনি বেহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। যখন একটু হুশ আসলো তখন **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরজ করলেন: **হে আল্লাহ পাক!** আমি মিথ্যাবাদীদের ঠিকানা ও গাফিল লোকদের মুখ ফিরিয়ে নেয়া থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। **হে আল্লাহ পাক!** তোমার পরিচয় লাভকারীদের অন্তর তোমার জন্য ঝুকে গেছে ও তোমার সাথে সাক্ষাত করার প্রত্যাশীদের ঘাড় তোমার কুদরতের সামনে ঝুকে গেছে। হে আমার মালিক ও মাওলা! আমার উপর তোমার দয়া ও অনুগ্রহ দান করো এবং আমাকে তোমার ক্ষমার পর্দার মধ্যে ঢেকে নাও এবং তোমার দয়া ও মেহেরবানীতে আমার গুনাহ ক্ষমা করে দাও। **(ইহয়াউল উলুম, ১/৪৫)**

www.dawateislami.net

ইয়া খোদা মেরি মাগফিরাত ফরমা, বাগে ফেরদৌস মারহামাত ফরমা।
তু গুনাহো কো কর মুয়াফ আল্লাহ! মেরে মাকবুল মা'যিরাত ফরমা।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইবাদত ও ভালো অভ্যাস

হযরত ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ রাতকে তিন ভাগে ভাগ করে রেখেছেন; এক তৃতীয়াংশ ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য, এক তৃতীয়াংশ ইবাদতের জন্য এবং এক তৃতীয়াংশ আরামের জন্য। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৯/১৪৩, নং: ১৩৪৩১) তিনি রমযানুল মোবারকে ৬০ বার কুরআনে করীম খতম করতেন আর সকল নামাযের মধ্যেও খতম করতেন। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৯/১৪২ পৃষ্ঠা, নং: ১৩৪২৬) ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি কখনো **আল্লাহ পাকের** নামে সত্য বা মিথ্যা শপথ করিনি আর আমি কখনো মিথ্যা বলিনি। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৯/১৩৬, হাদীস নাম্বার: ১৩৩৯১)

হে আশিকানে রাসূল! হায় যদি! আমাদেরও প্রতিদিন কিছু না কিছু কুরআনে পাক তিলাওয়াত করা ও শ্রবণ করা নসীব হয়ে যেতো, আমরাও খোদাভীতিতে কান্না করতাম, গুনাহ থেকে তাওবা করতাম। **আল্লাহ পাক** দরবারে সিজদায় ঝুকে পড়তাম। পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামআত সহকারে আদায় করতাম। হায় যদি! ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সদকায়

www.dawateislami.net

আমার মুখ থেকেও যেন কখনো মিথ্যা বের না হতো, মজা করেও মিথ্যা না বলা উচিত। কিছু কিছু ব্যবসায়ী হাসানোর জন্যও **আল্লাহ পাকের** নামে মিথ্যা শপথ করতে পরোয়া করে না। মিথ্যা শপথ করা কবিরা (অর্থাৎ বড়) গুনাহ এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। মিথ্যা শপথ সম্পদ কমিয়ে দেয় এবং বরকত শূণ্য করে দেয়। কথায় কথায় মিথ্যা শপথকারী নিজের ব্যক্তিত্ব নষ্ট করে ফেলে এবং তার উপর কেউ ভরসা করে না যদিওবা সে কথার মধ্যে সত্যই বলে না কেন। ৭২টি নেক আমল অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করুন اِنۡ شَآءَ الله দ্বীন ও দুনিয়ার অসংখ্য কল্যাণ অর্জিত হবে এবং আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাত শিখার জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করুন রুজির মধ্যে বরকতের সাথে সাথে নেকী সমূহ বৃদ্ধি করার মানসিকতা সৃষ্টি হবে এবং গুনাহ সমূহ থেকে বেঁচে থাকাতে সহায়ক হবে।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আগামী সাপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net